দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন প্রদানে উদাসীনতা দুঃখজনক

বর্তমানে সরকার বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের শতকরা ৯০ ভাগ বেতন দিচ্ছেন। অবশিষ্ট ১০ ভাগ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে পাওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তা দিতে পারে না। ফলে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকার থেকে দেয়া ৯০ ভাগ বেতনের ওপরই নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এই বেতন প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রতা বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্ভোগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

জুন মাস গত হলো। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহও পার হয়ে গেছে। অথচ আমরা বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা এখনও মে মাসের বেতন পেলাম না। পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছিলাম জুলাইয়ের ২ তারিখের মধ্যে মে মাসের বেতন দেয়া হবে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে, জুলাইয়ের ১০ তারিখের পর বেতন ব্যাংক থেকে তোলা যাবে। অর্থাৎ মে মাসের বেতন পাবার সম্ভাবনা রয়েছে জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষীয় উদাসীনতা সত্যি অমানবিক। সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে জনবলের কি এতই অভাব যে, আমরা মাসের শেষে বেতন পাওয়ার আশা করতে পারি না? আর সবাই যদি মাসশেষে বেতন পায়, তাহলে আমরা পাবো না কেন? সবার মতো আমাদেরও অন্ন, বস্ত্র, বাসাভাড়া চিকিৎসা, সন্তানদের শিক্ষা খরচসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ আছে। বর্তমান এই দুর্মূল্যের বাজারে আমরা পরিবার-পরিজন নিয়ে সীমাহীন আর্থিক কষ্টে দিন পার করছি।

শিক্ষকদের আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং অভাব অনটনের মধ্যে রেখে শিক্ষার উন্নয়ন বা বিকাশ সম্ভব নয়। পরিশেষে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক প্রভাষক।